লা ভিতা ন্যুয়োভা

দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়

অনেক কাল আগে ভিতা ন্যুয়োভা তরজমায় প্রবৃত্ত হয়েছিলাম একবার, তার প্রথম দশটি পরিচ্ছেদ 'এক্ষণ' পত্রিকার দান্তে সংখ্যায় ছাপা হয়েছিল। বোধ হয় ১৯৬৫তে। তখনও তরজমা পুরো হয়নি। সে সারাও হয়েছিল অবশ্য কিছুদিনে। কিন্তু মনঃপুত না হওয়াতে ছাপার আর মন হয় নি, ফিরে সংস্কার করতেও আর বসা হয় নি তারপর। খাতার মধ্যেই জীর্ণ হতে হতে সে লুপ্ত হয়ে গেছে কালক্রমে। তারপর হঠাৎই কমলবাবু যখন বললেন, ভাবলুম, হয়তো দৈবনির্বন্ধ, কবির সঙ্গে অনেকটা সময় তো জড়িয়ে গিয়েছিল এক সময় পরিস্থিতির বিপাকে এবারেও কাজ সারা হল না। কমলবাবু তাঁর নির্দিষ্ট সময় পেরিয়েও আজও বই বের করতে পারেন নি, আজই আমায় আদেশ করলেন, কাব্যের বিষয়বস্তু দু-এক কথা অন্তত প্রথা - পূরণের দায়েও যেন এখুনি লিখে দি। দ্রুত রচনার ক্ষমতা যে নেই আদপে। অগত্যা বহুজানিত কয়েকটা কথাই এখানে খসড়া করে দিলুম— প্রথা মানারই দায়ে, পাঠকে না পড়লেই বাঁচোয়া।

আমার স্মৃতির পুঁথির সেই জায়গাটাতে যার আগে কিছুই প্রায় আর পড়বার নেই, একটা পরিচ্ছেদ দেখতে পাই যার শিরোনাম লেখা : ''এখানে শুরু হল এক নতুন জীবন''। সে শিরোনামের নীচের কথাগুলি ছোটো বইখানিতে অনুলিপি করে তুলি আমার ইচ্ছা— সবটা না হলেও অন্তত তার মর্মটুকু।

গদ্যে - পদ্যে লেখা 'লা ভিতা ন্যুয়োভা' কাব্যের এই হল proemio, বা প্রথম পরিচ্ছেদ। শিরোনামটি ইতালীয়তে নয়। লাতিনে লেখা licipit vita nova। মনে রাখতে হয় দান্তের রচনাকালে ইতালীর অর্ধশত বয়সের নবীন ভাষা এবং তার সাধ্য ও শক্তির সওয়াল করেছেন দান্তে De Vulgari Eloquentia (লোকভাষার অভিব্যক্তি) নামে তাঁর লাতিনে লেখা গদ্য বইয়ে।

নতুন জীবন আরম্ভের এই বইয়ের পুরোনো অভিজ্ঞতার কথাকটিই (বা পুরোনো অভিজ্ঞতা বাচক কবিতাটি) ফের যাচিয়ে বাছাই করে নিয়ে এখানে লিখে তোলা— কবির ২৮ থেকে ৩০ বছর বয়স কালের মধ্যে ১২৯৩ - ১২৯৪ -এর কোনো সময়ে যে নতুন জীবনের সুচনা হয়েছিল বেয়াত্রিচে আর কন্দর্প বা প্রেমদেবতার সঙ্গে কবির প্রথম সাক্ষাতে — অন্যূন ন বছর হয়ে গেল আজ। 'ভিতা ন্যুয়োভা'র কুশীলব এই তিনজন। আগের ন-দশ বছরে লেখা যত কবিতা তারই নির্বাচিত অন্তর্বর্তী গদ্য মন্তব্যের যোগে (দান্তের পরিভাষায় ragione< প্রভঁসাল razos থেকে) বইয়ের রূপ দিয়েছেন কবি এখানে। কেবল সেই ঘটনা বাচক কবিতাগুলিই নিয়েছেন নতুন জীবনের রচনায়, বা কবি - প্রেমিক রূপে তাঁর বিকাশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে যাদের। এমন একত্রিশটি কবিতা বইয়ের কাব্য ভাগ, মাঝে মাঝে বসানো গদ্যে এই একত্রিশ সংখ্যা কবিতার ঘটনা পরিস্থিতিগত পশ্চৎপটের বিবরণ এবং সব মিলিয়ে ৪২ পরিচ্ছেদে বা পর্বে বন্ধ কাব্যে একটা তাৎপর্যময় জীবনতত্ত্ব প্রস্তুত করে তোলা বিশদভাবে।

কবিও তো সুখেরই সন্ধানী, কিন্তু সামান্য জনের ধারণাগত নয়— সে হল পরম সুখ, কিভাবে ক্রমান্বয়ে তারই প্রতিভাস লাগত তাঁর জীবনে, ছোটো বইখানিতে স্থিরচিত্তে তা ফুটিয়ে তোলাই তাঁর লক্ষ্য। গত দিনের অন্তঃশায়ী যৌবননাট্যটুকু ফিরে দেখছেন এখানে, প্রেমের দীক্ষা থেকে সাধনের পথ কেটে এগোনোর যে পরম্পরা বেঁধে তুলেছেন, দেখতে হয় লোকাচার থেকে ঐশিতার দিকেই তার মুখ।

কাব্যের প্রথম ষোল পর্বে তিনবার দেখা হল প্রেমাস্পদার সঙ্গে, প্রথমবার শুধুই চোখের দেখা, দ্বিতীয় বার মিলল প্রশ্রয় কটাক্ষ, আর তৃতীয় বারে উপেক্ষা। দ্বিতীয় তৃতীয় দুই বার দেখা হওয়ার পর প্রেমদেবতার আবির্ভাব কবির মনচক্ষে, প্রত্যেক বারের মানসদর্শনের বস্তুবিষয়ই পরের পাঁচটি করে কবিতায় গ্রথিত। দান্তে আর বেয়াত্রিচে প্রথম সাক্ষাতের কালে দুজনারই বয়স নয়। নক্শা করা অরুণ রঙের পোশাক পরে ছিলেন বালিকা, সবচেয়ে অভিজাত রঙ বলে মনে হয়েছিল তখন, আর রূপ দেখে মনে হয়েছিল যে কোনো মানবদুহিতা নয়, দেবকন্যা সে। তারপর ঠিক আরো ন বছর পর দ্বিতীয় দেখা, দুজনারই বয়স আঠারো। শুভ্রবাসা যৌবনবতী জ্যেষ্ঠ আরো দুই মেয়ের মাঝখান হয়ে যাবার পথে সামনে এসে দাঁড়িয়ে এমনই আশ্চর্য সম্ভাষ করল সে যেন দিব্য করুণার মতো পরম এক অভিজ্ঞতা। দিনের তখন নবম প্রহর বেলা (অর্থাৎ বিকেল তিনটে, সকাল ছটা থেকে প্রহর গণনার শুরু), কবির মনে হল তিনি এক নতুন জীবনের স্পর্শ পেয়েছেন। কিন্তু তৃতীয় দেখার দিন ''সকল পাপের কশা, সকল সত্ত্বের রাজ্ঞী যিনি'', পাশ দিয়ে যাওয়ার কালে ফিরেও চাইলেন না আজ কবির দিকে। কবির মনে হল সে দুটি চোখের দৃষ্টিতেই সঞ্চিত ছিল দেবতার করুণা।

প্রথম দৃষ্টিপাতের স্পর্শোন্মাদ বহন করে কবি একাকী ঘরে ঢুকেছিলেন সব ছেড়ে—সে সুখস্বাদ সম্ভোগ করতে মনে মনে, ঘুম এসে গেল মুখখানি ভাবতে ভাবতে, আর সে ঘুমে প্রেমদেবতা আবির্ভূত হয়ে রহস্যময় কিছু বললেন যার সামান্যই তাঁর বোধ্য। অরুণ বস্ত্রে আলগা জড়ানো একটি দেহ তাঁর কোলে শোয়া—সে মেয়েরই দেহ বোঝা যায়। সে স্বপ্নের মর্মই লিখেছেন তিনি কবিতাতে— সতীর্থ কবিদের লক্ষ্য করে; সেদিনে কেউই বা বোঝে নি আর আজকে কারও কাছেই অস্পষ্ট নয় তার গূঢ়ার্থ। 'সেদিনে' আর 'আজকে' কথা দুটি লক্ষ্য করবার— যাপনের আর রচনাদিনের ব্যবধানের চিহ্ন দেয়া।

তৃতীয়, উপেক্ষিত দেখার পর অশ্রুপর কবি আবার ফিরে বন্ধ করলেন নিজেকে একাকী ঘরে, আবার আবির্ভাব হল প্রেমদেবতার, তিনিও কাঁদছেন। দেবতা কাঁদছেন কেন? কবির প্রশ্নের জবাব দিলেন দেবতা শুদ্ধ লাতিনে : ''আমি সে বৃত্তের কেন্দ্র সকল পরিধির সমদূরে, কিন্তু তুমি তো তা নাও...''। অর্থ কী এ কথার? দেবতা বললেন, ''তোমার যেটুকু কাজ, তার বেশি জানতে চেয়ো না।'' দ্বিতীয় মানসদর্শনের পর দেবতারই জবানী লিখেছেন কবি বালাদ - কবিতায়, আর তার পরের সনেটেই তাঁর নিজের উপরে প্রেমের প্রবল আর বিষাদময় বিপরীত প্রভাবের কথা, এবং সে

তাঁর আত্মসমীক্ষারও বিবরণ। সতর - আঠারোর পর্বে দেখতে পাই কবি কাটিয়ে উঠেছেন দুঃখের ক্ষয়কারী আগ্রাস, পাওয়া না - পাওয়ার বিষম বদলে যেভাবেই ইন্ধন দিক বাসনার, নতুন আশা ও আলোর লক্ষ্যে এখন যাত্রারম্ভ। এখানকার তিনটি কান্‌ৎসোনির মধ্য - কবিতাতে কাব্যের মধ্যাংশ স্পর্শ করেছে, একত্রিশ কবিতার সে হল ষোল সংখ্যক। প্রথম দিকের কবি দিশারী করেছিলেন অগ্রজতুল্য কবি গুইদো কাভালকান্তিকে, এবারে নতুন পথপ্রদর্শী তাঁর ঋষিতুল্য পিতৃপ্রতিম কবি গুইদো গুইনিজেল্লি।

একুশ পর্বের পর দুটি সনেটে এবারে এসেছে মৃত্যুপ্রসঙ্গ। তেইশ সংখ্যক পর্বে অবিচ্ছেদ ন দিন ব্যাপী যন্ত্রণাদায়ক ব্যাধিতে আক্রান্ত কবি তার বিবরণ লিখেছেন দীর্ঘ অসাধারণ গদ্যে, ন দিনের অসুখের মধ্যেই ভয়ানক দুঃস্বপ্ন দেখলেন, স্বপ্ন ভাঙার পর শুশ্রূষাকারিণীদের শোনাবার জন্য লেখা একটি কন্‌ৎসোনে। স্বপ্নে দেখেছেন বেয়াত্রিচের মৃত্যু হয়েছে, সম্পূর্ণই অপ্রাপণীয়া তিনি এখন। প্রেমদেবতার কোলে শোয়া যে দেহ দেখেছিলেন প্রথম মানসদর্শনে, এতদিন যে সে পূর্ণার্থ হয়ে উঠেছে অবশেষে। শোনার পরে পরিচারিণী বলছেন, ''কেন এত কষ্ট পাও তুমি, জেগে ওঠো'', আর সে কথা অবধারণ করে কবি তাঁর স্বপ্নের আশ্চর্য জগৎ থেকে বেরিয়ে আসছেন প্রিয়তমার নাম ধরে উচ্চৈঃস্বরে ডাকতে, দুর্বল ব্যথা - ভরা গলা এমনভাবেই ভেঙে গেছে অশ্রু আর আর্ত ফোঁপানিতে যে সে উচ্চ ডাক আপন হৃদয় ছাড়া আর কেউ শুনতে পায় না। তাঁর মলিন ফ্যাকাশে মুখ দেখে সেবিকারাও মৃত্যুর কথা বলতে লাগল, বলতে লাগল, ''কী দেখেছ, যা তোমার সব শক্তি হরে নিয়ে গেল?'' কবি শুরু করলেন মৃত্যুর বিবরণ, সারা কাব্যে এই একটাই ব্যাপক নিচ্ছিদ্র মৃত্যুবর্ণনা। বেয়াত্রিচের এই মৃত্যুঘটনার কথা কাব্যের ঠিক মাঝখানেটাতে এসে। দীর্ঘতম কান্‌'সোনে কবিতা এটি 'ভিতা ন্যুয়োর্ভ' কাব্যে (দান্তের দীর্ঘতম অবশ্য নয়), এর আগে পনেরোটি এবং পরে পনেরোটি কবিতা, অর্থাৎ কাব্যের সংগঠনের সূত্রেও এটি অবিকল মধ্যস্থানীয়। আর এই স্থানে এসে প্রেমের দুহিতা হয়ে উঠলেন বিষাদ দুহিতা—যে বদলটুকুই কাব্যে প্রধান বাচ্য। এর পরে বেয়াত্রিচে হয়ে উঠেছেন আশ্চর্য দিব্যা রূপিণী, দেবপুত্র এবং ত্রিসত্ত্ব বা ট্রিনিটির কল্প, মর্ত্যাবতরণ করেছিলেন স্বর্গ থেকে, আর কবির সামনে পেতে দিয়ে গেছেন ঐশী আরোহের পথ। কিন্তু দেহিনী প্রেমিকার সহায় বিনে কিভাবে সে চড়াই ভাঙতে পারবেন লোকায়তে পরিবদ্ধ কবি? মরলোক থেকে অপসৃত হয়ে আত্মার বিভাময়ী রূপে যিনি এখন দেবদূতদের জন্য স্বর্গে স্বর্গে ছড়িয়ে চলেছেন যে প্রেমের আলো সে যে কবিকেও নিয়ত সচেতন করে তোলবার, দীর্ঘ দিন পরেও আরো গভীরতর বোধের প্রণোদনায় তাঁকে নিরত করতে পারে 'কোমেদিয়া'র বিস্তৃত ত্রিপর্ব রচনাতে।

২.

কাব্য আরো কতদূর এগিয়েছে, কিন্তু বিবরণ এই খানেই ক্ষান্তি করছি। এই পর্যন্ত অগ্রসর হয়ে পাঠকের হয়তো মনে পড়বে 'সোনার তরী' কাব্যের 'মানসসুন্দরী' কবিতার ''এখন ভাসিছ তুমি অনন্তের মাঝে; স্বর্গ হয়ে মর্ত্যভূমি করিছ বিহার'' ইত্যাদি ছত্র, রবীন্দ্রনাথের সে মানসীও ''করুণাময়ী'', কিন্তু আলয় চূর্ণ করে বিশ্বের কবিতা রূপে উদয় হয়ে উঠেছেন চির - অমরীর রূপে। রবীন্দ্রনাথ সম্ভবত অল্প বয়সেই 'ভিতা ন্যুয়োভা' পড়েছিলেন দান্তে গ্যাব্রিয়েল রসেটি-র অনুবাদে, ত্রয়োদশ শতকীয় আরো কয়েকজন ইতালীর কবির অনুবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ 'ভিতা ন্যুয়োভা'ও তিনি অনুবাদ করেন; Dante and The Circle of His Friends নামে তাঁর সে বই প্রকাশিত হয় রবীন্দ্রনাথের জন্মবর্ষে, ১৮৬১ তে। শব্দার্থের যাথার্থ্য নিয়ে অনেক কথা থাকলেও সে অনুবাদ আজও পর্যন্ত অনবদ্য বলে বিবেচনা করা হয়।

কিন্তু অনুবাদ নয়। কাব্যখানিই এখানে আমাদের বিবেচ্য। মধ্যযুগের প্রেমের কাব্য, তার প্রেম ও কাব্য দু দিকেই বিশেষ দু-একটা কথা বলবার থাকে। দান্তে কবি রূপে প্রস্তুত হয়ে উঠেছেন তাঁর সময়কার ফ্লোরেন্‌সের কাব্য - প্রতিবেশে। তরুণ নব্য - ইতালীয়ের উপরে পাশাপাশি অঞ্চলের রোমান্‌স ভাষা ও কাব্যধারা, বিশেষ প্রভঁসালের যখন প্রবল প্রভাব। মৃত্যকালে অবশ্য রোমান্‌স্ ভাষাসমূহের শেষ্ঠ কাব্যখানি তিনি লিখেছেন নবীন ইতালীয় ভাষাতেই। কিন্তু 'কোমেদিয়া' তাঁর জীবনের উত্তরভাগ, 'ভিতা ন্যুয়োভা' প্রথম পরিণতির লেখা।

দ্বাদশ শতাব্দীর সামন্ততান্ত্রিক দক্ষিণ ফ্রান্সে ক্রুবাদুর কবিদের অপ্রাপণীয়া প্রেমাস্পদাকে নিয়ে শৃঙ্গারযন্ত্রণার আমুর ক্যুর্তোয়া বা দরবারী প্রেমবোধের যে কাব্যধারা, তারই উত্তর সাধক বলে দান্তে লক্ষ্য করেছিলেন তাঁর নিজ অঞ্চলের জ্যেষ্ঠ সমকালীন কবিদের, এঁদের মধ্যে বৃদ্ধ গুইনিজেল্লি বা অগ্রজতুল্য যে কাভালকান্তির কাছে নাড়া বেঁধেছিলেন (দুজনার কথাই আছে 'ভিতা ন্যুয়োভা'য়, যথাক্রমে ''জ্ঞানী কবি'' বলে বিংশ পরিচ্ছেদ আর ''আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু'' বলে তৃতীয় পরিচ্ছেদে), অচিরেই নতুন রীতি (Stilnovismo) এবং তারপর মধুর রীতি (Stil Dolce) বা Dolce Stil novo -র শীলিততর কাব্যশৈলি আশ্রয় করে তিনি তাঁদের অতিক্রম করে যান। বিষয়ের দিকেও গুইনিজেল্লি বা কাভালকান্তির প্রেমবোধ পেরিয়ে যান তিনি প্রথম কাব্যখানির গ্রন্থনা কালেই। দান্তের অগ্রজেরা লিখতেন বিপ্রলম্ভের প্রেমযাতনা আর বিপর্যস্ত নৈরাশ্যের আলংকারিক পদ। কাভালকান্তির কবিতায় দেখা যায়, প্রেম চক্ষুরিন্দ্রিয়ের মধ্যে দিয়ে ঢুকে হৃদয় আক্রান্ত করে তুলছে। তারপর বিতাড়ন করছে প্রাণবেগ, ধ্বংস করছে সকল বল; যাতনা যে সহ্যের অতীত করে তুলছে তার প্রকাশ ঘটছে স্বেদ-কম্প-দীর্ঘশ্বাসে। আবেগের এই নিম্নাকর্ষী গতিপদ্ধতির ধারণা পুরাতন গ্রীক দার্শনিকদের কাছ থেকে পাওয়া। মানবাত্মাকে জৈব সংবেদী ও যুক্তিবিচারী এই তিন স্তরে ভাগ করে দেখতেন যাঁরা (ত্রয়োদশ শতকের পশ্চিম ইয়োরোপে নতুন করে পঠিত চতুর্থ খৃষ্টপূর্বাব্দীয় আরিস্ততলের De Anima বা 'মন ও আত্মা বিষয়ে' গ্রন্থে মেধাবী বিবেচনাবোধকে আবেগী অনুভবের থেকে স্বতন্ত্র বলেই নির্ণয় করা হয়েছে, অখণ্ড অব্যয় আত্মার খৃষ্টীয় ধারণা থেকে তা আলাদা)। তবে শক্তি কল্পনা বিচার আর স্মৃতিকে মস্তিষ্কে সক্রিয় করে তোলে। প্রেমের আগমও চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বার দিয়ে প্রবেশ ক'রে হৃদয় ও মস্তিষ্কে আলোড়ন সৃষ্টি করে। এই হল আমুর ক্যুর্তোয়ারর

বুদ্ধিগত রূপ, যার পরিণতি সচেষ্ট অবদমন, বা একালে যাকে আখ্যা দি স্নায়ুবিকার যা সত্য বা মঙ্গলের দিকে নিয়ে যায় না, নিয়ে যায় বিনাশের পথে। আধুনিক রোম্যান্টিক কবিরাও প্রেমের এই বিনাশী নিয়তির কথা লিখেছেন, কীট্‌সের 'লা বেল দাম সাঁ মের্সি' বা 'নিষ্ঠুরা সুন্দরী' যার প্রসিদ্ধ দৃষ্টান্ত।

'ভিতা ন্যুয়োভা'তেও দেখি তার প্রথম সনেট নিবেদিত হয়েছে ''সব বন্দী আত্মা আর সুমহিম হৃদয়ের প্রতি'' ('A Ciascun$ alma pre sa e gentil cor') বলে, মহিম হৃদয়কেও অবরোধ মানতে হয় যে প্রেমে। কাব্যের প্রথম দিকেই বয়েত্রিচের প্রতি ভালোবাসা কিভাবে অচৈতন্য অসুস্থ এমনকি মৃত্যুমুখী করে তুলেছে কবিকে। 'ভিতা ন্যুয়োভা'তে অগৃহীত একটি আগের কবিতা যেখানে বেয়াত্রিচের প্রথম উল্লেখ, সেখানে কবি লিখেছেন ''দুঃখময় প্রেম নিয়ে চলেছে আমায়/শেষ মৃত্যু মুখে...'' ('La doloroso amor che mi conducel fin di morte...') আর তারপর চতুর্দশ ছত্রে এসে পেলাম মৃতুরূপা প্রেমপাত্রীর নাম : ''per quella moro c'ha nome Beatrice''। কবিতাটি অংশত গদ্যান্তর করে দিয়ে এখানে:

> যে দুঃখময় প্রেম আমায় অন্তিম মৃত্যুর দিকে নিয়ে চলেছে, সে আমার এই হৃদয় আনন্দে ভরে রাখত তারই ইচ্ছাতে, আলো সে সংবরণ করে নিয়েছে আর প্রতিদিন আরো কমিয়ে দিচ্ছে আলো, যে আলো একদিন এক নক্ষত্রের থেকে এসে এমন করেই পড়েছিল চোখে যে কখনও ভাবি নি তারই জন্য দুঃখ পেতে হবে আমাকে। তাইতো যে ক্ষত হল তা আমি গোপন করে রেখেছিলাম, কিন্তু এখন সে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলছে অত্যধিক যন্ত্রণাবশে—আগুনে পোড়বার যন্ত্রণা আমার সব সুখ কেড়ে নিয়েছে যে আগুন, আর যার ফলে কষ্ট ছাড়া কিছুই আর আমি প্রত্যাশা করতে পারি না : আর আমার জীবন—যখন আয়ু এখন আর বেশি হতে পারে না—মৃত্যুর দিকে যেতে যেতে দীর্ঘশ্বাস ফেলছে, আর বলছে : ''Per quella moro c'ha nome Beatrice'', ওরই জন্যে মরতে চললুম, যার নাম বেয়াত্রিচে।
>
> আমার হৃদয় তিক্ত করে তুলেছে ওই যে মধুনাম, যখন দেখব কোথাও সে ফের লেখা হয়েছে, আমার যাতনার সমস্ত বোধ সে তখনই আবার জ্বালিয়ে তুলবে; দুঃখে দুঃখে এমন ক্ষয়ে যাবে দেহ, এমনই কারত হবে মুখ যে যে-কেউ ভয় পাবে আমায় দেখে : আর হাওয়ার ঈষৎ নিশ্বাসও উড়িয়ে নিয়ে চলবে আমায়, যতক্ষণ না হিম হয়ে'লুটিয়ে পড়ি; আর এই ভাবেই আমি মরব, আর ওর বিষণ্ণ বিদায়ের অনুগামী হয়ে চলবে দুঃখ আমার আত্মার সাথী হয়ে, আরো বেশি ঘনলগ্ন হয়ে থাকবে ওর সাথে...

ইত্যাদি। তার কবিতার শেষ অনুচ্ছেদে এসে এই পরিণাম :

> মৃত্যু, যে তুমি ইচ্ছা পালন করছ ওই নারীর, দোহাই, করুণা করে, আমায় সম্পূর্ণ বিনষ্ট করার আগে, ওকে একবার গিয়ে তোমায় বলতে বলো, ওর চোখের যে আলো আমায় এত যাতনা দিয়েছে, এমনভাবে ফিরিয়ে নিলে কেন।

এই বাচ্যে পুরোটাই প্রকাশ পেয়েছে আমুর ক্যুর্তোয়া-র রচনার ধারা, বা প্রথা, দান্তের অগ্রসূরিরা পরিবদ্ধ ছিলেন যার ভিতরে। 'ভিতা ন্যুয়োভা'র আরম্ভও সেই প্রবল বলয়ে, কবি তা দেখতেও দিয়েছেন।

কিন্তু কাব্যের চারিত্র ও অন্তর্বস্তুর আমূল বদল ঘটে গেল—বেয়াত্রিচের মৃত্যু নয়, মৃত্যুর স্বপ্নদৃশ্যে এবং তার পরের বিবরণে। সে হল আত্মতাপ আত্মনাশ পিছে ফেলে আরোহের পর্বান্তর। দেখা যায় স্বপ্নের পর কবির রোমাঞ্চ—যেন ফের তিনি প্রেমিকার সান্নিধ্যে এসেছেন, তাঁর হৃদয় সুখে ভরে গেছে নতুন পরিস্থিতিতে, দেখছেন সত্য আলোর রূপিণী বেয়াত্রিচের অগ্রবর্তিনী হয়ে আসছেন স্বয়ং কাভালকান্তির প্রেমপাত্রী ভান্না বা জিয়োভান্নি, এখানে 'প্রিমাভেরা'। প্রিমাভেরা শুদু বসন্ত ঋতু নয়, প্রিমা ভেরা, অর্থাৎ যিনি আগে আসেন, জিয়োভান্না বা জোন থেকে দীক্ষাগুরু সন্ত জনের সমীকৃত হয়ে উচ্চারণ করছেন এই পুণ্য বাণী : ''I am The voice of one crying in The Wilderness. Prepare ye for The way of The Lord.''

এ তো দেহহ্লাদের নয়। এ হল মুমুক্ষার আরোহ-পথ। যার প্রথম নিশানা চিহ্নিত হল কাব্যের মধ্যবিন্দুতে যদিও কবি সে পর্বান্তরের সূত্রপাত করে দিয়েছিলেন তাঁর উপেক্ষিত সাক্ষাতের ঘটনা থেকেই। মর্ত্য - বেয়াত্রিচে -কে তখনই তিনি হারিয়েছিলেন, এখন মৃত্যুর পর সম্পূর্ণ হল দেবায়ণ। ছাব্বিশ পরিচ্ছেদেই পথচারীরা তাঁকে যেতে দেখে বলে ''এ মেয়ে তো মেয়ে নয়, দেবতা নিশ্চয়'', কিন্তু তিনি তো সোনা করে দিয়ে যান নি নৌকায় সেউতী, এখানে কথার ভাষাটি হল 'এ তো কোনো মেয়ে নয়, স্বর্গের সুন্দরীতমা দেবদূতীদের একজন।' যেন কোনো জীব স্বর্গ থেকে মর্ত্যাবতরণ করেছেন আলৌকিককে সর্বজনগোচর করবার কারণে (''e par che sia una cosa venuta/da cielo in terra a miracol mostrare.")। আবার স্বর্গে অধিষ্ঠিতা হয়ে তাঁর সঙ্গে মিলনের পথ মেলে দিয়েছেন অনন্তে, অমরায়। কবির হৃদয় থেকে আত্মায় আসন বদল হয়েছে এখন তাঁর। 'ভিতা ন্যুয়োভা'র অন্ত্য সনেটে কবি প্রেমের যে নতুন বোধের কথা বলেছেন (intelligenza nova) যা তাঁকে কেবলই উর্ধে প্রণোদিত করে, প্রার্থিত অবস্থানে গিয়ে পৌঁছতে পারলে তীর্থিকের দৃষ্টির সামনে অলোক বিকিরণের মধ্যে উন্মোচিত করে তুলবে যে মহিমময়ীকে, যাঁকে নিয়ে অতঃপর ত্রিপর্ব কোমেদিয়া'র ('দিভিনা' বিশেষণ কবির মৃত্যুর পরে সংযোজিত) দীর্ঘ দুর্গম অভিযাত্রা।